

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর. ও. নং ৩৬২-আইন/২০২৬।—সরকার, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৪ (১) (খ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জনস্বার্থে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই নীতিমালা মোটরযান স্ক্যাপিং ও রিসাইক্লিং নীতিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়—

- (১) ‘অকেজো মোটরযান’ অর্থ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মোটরযান অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালা অনুযায়ী অকেজো ঘোষিত মোটরযান, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব নীতিমালা বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকেজো ঘোষিত মোটরযান এবং সড়কে চলাচলরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন যেকোনো অযোগ্য মোটরযান;

(২৫৫৭৫)

মূল্য : টাকা ৮.০০

- (২) ‘আইন’ অর্থ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন);
- (৩) ‘ইকোনমিক লাইফ’ অর্থ আইনের ধারা ৩৬ অনুযায়ী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা মোটরযানের নির্ধারিত ইকোনমিক লাইফ;
- (৪) ‘কর্তৃপক্ষ’ অর্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২(গ)-এ সংজ্ঞায়িত ‘কর্তৃপক্ষ’;
- (৫) ‘মোটরযান’ অর্থ আইনের ধারা ২(৪২)-এ সংজ্ঞায়িত মোটরযান;
- (৬) ‘মোটরযান মালিক’ অর্থ আইনের ধারা ২(৪৫)-এ সংজ্ঞায়িত মোটরযান মালিক;
- (৭) ‘স্ক্র্যাপ ডেডর’ অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মোটরযান স্ক্র্যাপ করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;
- (৮) ‘স্ক্র্যাপিং’ অর্থ নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উপায়ে মোটরযানের উপাদানসমূহ পুনঃব্যবহার, পুনঃনির্মাণ ও রিসাইক্লিং; এবং
- (৯) ‘স্ক্র্যাপযোগ্য মোটরযান’ অর্থ অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত কোনো মোটরযান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্ক্র্যাপযোগ্য মোটরযান, স্ক্র্যাপিং প্রক্রিয়া, ইত্যাদি

৩। স্ক্র্যাপযোগ্য মোটরযান।—এই নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত মোটরযান স্ক্র্যাপযোগ্য হইবে, যথা:—

- (ক) নির্ধারিত ইকোনমিক লাইফ অতিক্রান্ত এবং চলাচলের অযোগ্য মোটরযান;
- (খ) সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অকেজো ঘোষিত মোটরযান;
- (গ) আগুন, বিস্ফোরক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মোটরযান যাহা মেরামত করিয়া চালানো আর্থিকভাবে লাভজনক নয়;
- (ঘ) আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রায় বা আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বা ঘোষিত মোটরযান;
- (ঙ) স্বেচ্ছায় স্ক্র্যাপের উদ্দেশ্যে আগত মোটরযান;
- (চ) অননুমোদিতভাবে উৎপাদিত মোটরযান;
- (ছ) অননুমোদিতভাবে উৎপাদিত মোটরযান যাহার প্রকৃতি বা আকৃতি কর্তৃপক্ষের অননুমোদন ব্যতীত পরিবর্তন করা হইয়াছে;
- (জ) ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক সময় যাবত ফিটনেস খেলাপি মোটরযান;

(ঝ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পরীক্ষায় মোটরযানের নিঃসরণ 'বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২' এর নির্ধারিত মান এক মাসে তিনবার অতিক্রান্ত যেকোনো মোটরযান; এবং

(ঞ) সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত যেকোনো মোটরযান।

৪। **স্ক্যাপিং প্রক্রিয়া।**—(১) স্ক্যাপযোগ্য মোটরযান মালিক মূল কাগজপত্রাদিসহ সংশ্লিষ্ট মোটরযান রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিবে।

(২) পরিত্যক্ত, ফিটনেসবিহীন বা উপর্যুপরি দূষণকারী মোটরযানের ক্ষেত্রে আদালত বা বাংলাদেশ পুলিশ বা কাস্টমস বা অন্য যেকোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া স্ক্যাপ করিবার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অকেজো ঘোষিত মোটরযানসমূহকে স্ক্যাপ করিবার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) বাংলাদেশ পুলিশ অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্ক্যাপযোগ্য মোটরযান আটককৃত হইলে, উক্ত যানবাহন স্ক্যাপ করিবার জন্য মোটরযান রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে মোটরযান মালিককে অন্যান্য ১৫ (পনেরো) দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং লিখিত আপত্তি জানানোর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, অনুচ্ছেদ ৩(চ) এর ক্ষেত্রে মোটরযান মালিককে নোটিশ প্রদানের বিষয়টি প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) ইকনোমিক লাইফ নির্ধারণ করা হয়নি এইরূপ মোটরযান বা নির্ধারিত ইকনোমিক লাইফ উত্তীর্ণের পূর্বেই কোনো মোটরযান স্ক্যাপকরণের ক্ষেত্রে মোটরযান মালিক স্ক্যাপের পূর্বের সকল ধরনের কর ও ফি পরিশোধ করিবে।

(৬) ইকনোমিক লাইফ অতিক্রান্ত মোটরযানের ক্ষেত্রে ইকনোমিক লাইফ অতিক্রান্তের পরবর্তী সময়কালের কর ও ফি আদায়যোগ্য হইবে না।

(৭) মোটরযান স্ক্যাপ করিবার পূর্বে উক্ত মোটরযানের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা দায় আছে কি না তাহা যাচাই করিতে হইবে।

(৮) ইকনোমিক লাইফ উত্তীর্ণ যেসকল মোটরযান স্ক্যাপ করা হইবে সেসকল মোটরযানের ইকনোমিক লাইফ এর মধ্যে কর ও ফি বকেয়া থাকিলে উক্ত বিষয়াদি নোটিশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মোটরযান মালিক কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মোটরযান মালিক কর্তৃক উক্তরূপ কর ও ফি পরিশোধ করা না হইলে এই ধরনের মোটরযান স্ক্যাপের পূর্বে স্ক্যাপমূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্ক্যাপ বা নিলাম মূল্য হইতে উহা পরিশোধযোগ্য হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, বকেয়া কর ও ফির পরিমাণ নির্ধারিত স্ক্যাপমূল্য দ্বারা সমুদয় পরিমাণ পরিশোধিত না হইলে অবশিষ্ট পরিমাণ বকেয়া কর ও ফি Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) অনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

(৯) স্ক্যাপ ভেন্ডর স্ক্যাপযোগ্য মোটরযানের মূল্য মোটরযান মালিকের ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান এবং মালিকানা নিরূপন অযোগ্য মোটরযানের ক্ষেত্রে স্ক্যাপকৃত মোটরযানের মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করিয়া কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(১০) সংশ্লিষ্ট মোটরযান মালিকের ব্যাংক হিসাবে বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে স্ক্যাপমূল্য জমা নিশ্চিত হইবার পর স্ক্যাপ করিবার উদ্দেশ্যে কেবল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত স্ক্যাপ ভেন্ডরকে সংশ্লিষ্ট মোটরযান হস্তান্তর বা অনুমতি প্রদানের পর স্ক্যাপ কার্যক্রম সম্পাদন করিবে।

(১১) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্ক্যাপযোগ্য মোটরযানের স্ক্যাপ কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(১২) স্ক্যাপ ভেন্ডর মোটরযানের চেসিস এবং ইঞ্জিন নম্বর এইরূপে বিনষ্ট করিবে যাহাতে অন্য কোনো মোটরযানে তাহা ব্যবহার অনুপযোগী থাকে।

(১৩) স্ক্যাপকৃত বিভিন্ন ধরনের মোটরযানের উপাদানসমূহ স্ক্যাপ ভেন্ডর নির্ধারিত পদ্ধতিতে শ্রেণিবিন্যাস করিয়া যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণ করিবে এবং বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করিবে।

(১৪) স্ক্যাপকৃত যানবাহনের যেসকল অংশ বা যন্ত্রাংশ পুনঃপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহার করা যাইবে তাহার বিক্রয়ের জন্য ভেন্ডর বাজারজাত করিতে পারিবে।

(১৫) স্ক্যাপকৃত মোটরযানের কাগজপত্র ও রেকর্ডসমূহ স্ক্যাপ ভেন্ডর ও কর্তৃপক্ষ উভয়ই সংরক্ষণ করিবে।

(১৬) কর্তৃপক্ষের কার্যাদেশ প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ভেন্ডর কর্তৃক নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে স্ক্যাপ নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং recyclable অংশ বিষয়ে due diligence অনুসরণ করিতে হইবে।

(১৭) যেকোনো সময় স্ক্যাপ ভেন্ডরের কার্যক্রম কর্তৃপক্ষ অডিট বা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(১৮) স্ক্যাপ করিবার পর সংশ্লিষ্ট মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংশ্লিষ্ট মোটরযান রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বাতিলপূর্বক কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিবে।

(১৯) স্ক্যাপ ভেন্ডর সকল প্রক্রিয়া শেষে মোটরযান বিনষ্টকরণের পর সংশ্লিষ্ট মোটরযান রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ অনূন ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ভেহিক্যাল স্ক্যাপিং সার্টিফিকেট (certificate of vehicle scrapping) ইস্যু করিবে।

(২০) স্ক্যাপিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের একটি আলাদা শাখা থাকিবে।

(২১) মোটরযান স্ক্যাপ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) এর মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

৫। **স্ক্যাপমূল্য নির্ধারণ কমিটি**—(১) এই নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে স্ক্যাপমূল্য নির্ধারণ কমিটি থাকিবে, যথা:—

- (ক) পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ সদর কার্যালয়, ঢাকা, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) পরিবহণ কমিশনারের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;
- (গ) পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;
- (ঘ) সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন যন্ত্র প্রকৌশলী;
- (ঙ) পরিবহণ মালিক সমিতির (গণপরিবহণ) একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;
- (চ) পরিবহণ মালিক সমিতির (পণ্যপরিবহণ) একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;
- (ছ) মোটরযান মেরামত কারখানা মালিক সমিতির একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;
- (জ) উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ সদর কার্যালয়, ঢাকা, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) স্ক্যাপমূল্য নির্ধারণ কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসরণ করিয়া স্ক্যাপমূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) স্ক্যাপমূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে স্ক্যাপযোগ্য মোটরযানের শ্রেণি অনুযায়ী অবচয়ন বা ক্ষয়মান প্রকৃতি হিসাব করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্ক্যাপমূল্য নির্ধারণসহ মোটরযানের কোন্ কোন্ অংশ রিসাইকেলযোগ্য হিসাবে বাজারজাত করা যাইবে, তাহা নির্ধারণ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

৬। **নিলাম কমিটি**—(১) এই নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে নিলাম কমিটি থাকিবে, যথা:—

- (ক) পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট), বিআরটিএ সদর কার্যালয়, ঢাকা, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অনূন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বা সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
- (গ) উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসরণ করিয়া নিলাম কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) স্ক্যাপমূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্ক্যাপমূল্যের আলোকে নিলাম কমিটি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধনকৃত স্ক্যাপ ভেন্ডরদের অংশগ্রহণে নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া সর্বোচ্চ দর প্রস্তাবকারী ভেন্ডরের তথ্য রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(৪) স্ক্যাপ ভেন্ডর হিসাবে নিয়োজিত সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিলামের বিধানটি প্রযোজ্য হইবে না এবং এক্ষেত্রে স্ক্যাপমূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্ক্যাপমূল্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

স্ক্যাপ ভেন্ডর নির্বাচন

৭। স্ক্যাপ ভেন্ডর নির্বাচন ও যোগ্যতা।—(১) কর্তৃপক্ষ উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের জন্য এক বা একাধিক স্ক্যাপ ভেন্ডর নিয়োগ করিবে।

(২) স্ক্যাপ ভেন্ডর হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা ও উপকরণাদি থাকিতে হইবে, যথা:—

- (ক) স্ক্যাপ ভেন্ডর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ-এর নিকট রেজিস্টার্ড হইতে হইবে;
- (খ) স্ক্যাপ ভেন্ডরের গ্যাস কাটার, ফ্রেন, শ্রেডার মেশিন, রেকার ও হাইড্রোলিক প্রেস মেশিনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক আধুনিক উপকরণ থাকিতে হইবে;
- (গ) স্ক্যাপ ভেন্ডর হিসাবে নির্বাচনের পর পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করিতে হইবে;
- (ঘ) প্রয়োজনীয় জনবল, আর্থিক সংগতি, অনূন ৫০ (পঞ্চাশ) টি মোটরযান সংরক্ষণের উপযুক্ত জায়গা (space) থাকিতে হইবে;
- (ঙ) স্ক্যাপ ভেন্ডর হিসাবে নির্বাচনের পর অগ্নিনিরাপত্তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর ছাড়পত্র বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করিতে হইবে; এবং
- (চ) কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত অন্যান্য যোগ্যতা ও উপকরণাদি।

(৩) সরকার প্রয়োজনে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত যোগ্যতা শিথিল করিতে পারিবে।

(৪) উপযুক্ত বেসরকারি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ কোনো সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে স্ক্যাপ ভেন্ডর হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

৮। আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি।—(১) এই নীতিমালার অধীন কোনো সিদ্ধান্তে কেউ সংশ্লিষ্ট হইলে সিদ্ধান্ত প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত আপিল বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(২) আপিল নিষ্পত্তির জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ-এর নেতৃত্বে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি আপিল বোর্ড গঠন করা হইবে।

(৩) আপিল ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবিধ

৯। **আর্থিক প্রণোদনা প্রদান।**—নূতন মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে স্ক্যাপ সার্টিফিকেটের বিপরীতে বাণিজ্যিক (যাত্রী ও পণ্যবাহী) পরিবহণ মোটরযানের মালিক বা তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীকে, সরকার, সময় সময়, বিশেষ সুবিধা (সহজ শর্তে ও স্বল্পসুদে ঋণ) বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করিতে পারিবে।

১০। **স্ক্যাপিং ব্যতীত মোটরযানের রেজিস্ট্রেশনে বিধি-নিষেধ।**—ইকোনমিক লাইফ অতিক্রান্ত মোটরযান স্ক্যাপ ব্যতীত একই ব্যক্তি নূতন বা পুরাতন কোনো মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, স্ক্যাপযোগ্য মোটরযান স্ক্যাপ করিবার জন্য মালিকের আবেদনটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইলে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে নূতন বা পুরাতন মোটরযান রেজিস্ট্রেশন করিতে পারিবে।

১১। **অপরাধ ও দণ্ড।**—যদি কোনো ব্যক্তি এই নীতিমালা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১০৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১২। **আইনের প্রাধান্য।**—এই নীতিমালায় আইন ও বিধির সহিত সাংঘর্ষিক কোনো কিছু থাকিলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা প্রাধান্য পাইবে।

১৩। **নির্দেশিকা ও ফরম প্রণয়ন।**—স্ক্যাপিং প্রক্রিয়া সম্পাদন করিবার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে নির্দেশিকা এবং ফরম প্রস্তুত করিতে পারিবে।

১৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৬ তারিখে ৩৫.০০.০০০০.০২০.২২. ০৩১.২২-৬২ নং স্মারকমূলে জারীকৃত মোটরযান স্ক্যাপিং ও রিসাইক্লিং নীতিমালা, ২০২৬ এতদ্বারা রহিত করা হইলো।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও—

- (ক) রহিত নীতিমালার অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই নীতিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
- (খ) রহিত নীতিমালার অধীন অনিষ্পন্ন কোনো কার্য রহিত নীতিমালার অধীন এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই নীতিমালা প্রণীত হয় নাই।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আল-আমীন মোঃ নূরুল ইসলাম
উপসচিব।